পঞ্চম অধ্যায়:-

টোটো সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা ও স্থানীয় বাংলা কথ্যভাষার পাশাপাশি টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্যের এবং বাংলা মৌখিক সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করাই এই অধ্যায়টির উপজীব্য । মানব সমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে, আদিম কাল থেকেই পৃথিবীটা গড়ে উঠেছে নানা - গোষ্ঠী, সমাজ, সংস্কৃতি ও তাদের নিজস্ব সাহিত্য নিয়ে । পরিবেশগত কারনে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজস্বভাবে তৈরী করেছে নিজেদের সাহিত্যকে । প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতের মানুষই কোনও কাজ করবার আগে ও পরে বিভিন্নভাবে ঘটনার বিবরন দিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় রত হয় । ফলে কিছু কিছু ঘটনা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীসময়ে আসল বিষয়টি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় । টোটোসমাজেও সেই আদি কাল থেকে তাদের সংস্কার, মৌখিক কাহিনী পরম্পরাগতভাবে লোকশ্রাব্য প্রতিরূপের আকর হয়ে রয়েছে ।

টোটোদের কাছ থেকে পাওয়া টোটোদের পরিচিতিতে মনে হয় বৈদিক যুগের বিচ্ছিন্ন সাক্ষী এই টোটোরা ।

টোটোরা যে, ভুটানীদেরই একটি শাখা, একথাও টোটোরা স্বীকার করে। তাই এদের ভাষাকে তিব্বত-ব্রহ্ম ভাষাগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। টোটোদের কোনও লিপি বা লিখিত ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় নি। টোটোদের লিখিত কোনও ধর্মপুস্তকও নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে পুরোহিতরাই অলিখিত মন্ত্র এবং আচার-অনুষ্ঠান বংশপরম্পরাগত ভাবে পরিচালনা করে। টোটোদের ভাষাতে এবং পোষাকে বাঙালী ও নেপালী প্রভাব বিদ্যমান। টোটোদের মৌখিক ভাষায় তাদের নিজেদের শাখার ভাষা ছাড়াও বাংলা এবং নেপালী ভাষার প্রভাব বেশী। টোটোদের বসবাসের এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে বাঙালী, নেপালীশাখার লোকেদেরবসবাস বেশী।

বর্তমানে টোটোদের ছেলেমেয়েরা বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে টোটোদের যাতায়াত বর্তমানে সহজতর হওয়ার ফলে টোটোরা বাঙালীদের সংগে মিশবার সুযোগ পাচ্ছে বেশী। আর্থিক লেনদেন-এর সংগে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সংগেও মেলামেশার প্রভাবের ফলে টোটোদের আচার-ব্যবহার, পোষাক, আচরন, ভাষা প্রভৃতি সার্বিক বিষয়ের অদলবদল শুরু হয়েছে।

টোটোদের কোনও বর্ন বা লিপি নেই বলে সঠিক ব্যাকরনগত বিন্যাস টোটোভাষায় পাওয়া কঠিন। সমীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া কিছু তথ্য এরপর লিপিবদ্ধ করা হোলো।

(ক) বিশেষ্য বিভাগে:-

বাংলা		টোটো	
একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মেয়ে	মেয়েরা	চাইং-না	লেডাকু-চাইং-না
ছেলে	ছেলেরা	অদেয়া	লেডাকু-অদেয়া
বাবা	বাবারা (অধিক অর্থে),	আপা	লেডাকু-আপা
কুকুর	কুকুরগুলি	কিয়া	লেডাকু-কিয়া

(খ) আবার সর্বনাম বিভাগে অন্যরকম।

যেমন:-

বাংলা		টোটো	
একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	কা	কে-য়ো, কাপ-কো কা-নিনা
তোমার	তোমাদের	ন-কো	না-চি-বিকো
ও	ওরা	আ-কু	ঊ-বি
তার	তাদের	অবকো	ঊ-বিকো

(গ) লিংগ পরিবর্তনের সময় স্ত্রীলোক বোঝাতে পুরুষ বিষয়ক শব্দটির আগে অথবা পরে 'কাবে' (cabe) শব্দটি যুক্ত করে উচ্চারিত হয়।

—যেমন:—

বাংলা		টোটো	
পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ	পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
মোটক	মোটকী	ওয়া	ওয়া-কাবে
মোরগ	মুরগী	কেকা	কেকা-কাবে
কুকুর	কুকুরী	কিয়া	কিয়া-কাবে

কিন্তু মানুষের প্রসংগে অন্যরকম।

যেমন:—

পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ	পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
বাবা	মা	আপা	আইয়ো
ভাই	বোন	অদেয়া	ইম্মি
দাদু	ঠাকুমা	আট্টা	আজা

(ঙ) বিশেষন বোঝাতে বিশেষ্য পদের প্রথমে বা পরে 'মি' অথবা 'মে' ('Mi' or 'Me') ব্যবহার করা হয়।

যেমন:—

- ভালো অর্থে 'এনতাকাই মি (Mi)'-র ব্যবহার--

বাংলা — টোটো

একজন ভালো ছেলে ----- ই-কো এনতাকাই মি (Mi) সেংপওয়া

একজন ভালো মেয়ে ----- ই-কো এনতাকাই মি (Mi) চাইং-না

একজন ভালো পুরুষ ------ ই-কো এনতাকাই মি (Mi)[illegible]জা

একজন ভালো স্ত্রীলোক -- ই-কো এনতাকাই মি (Mi) মেমে

একজন ভালো মানুষ ----- নিসো ডেংগাএনতাকাই মি (Mi)

দুই বা অনেক ভালো মানুষ -- লেভায়ু ডেংগা এনতাকাই মি (Mi)

---- মন্দ অর্থে 'মে দাংগদু মে (Me)'-র ব্যবহার।

বাংলা — টোটো

একজন মন্দ বালক ------- ই-কো সেদাংগদু মে (Me) সেংপওয়া,

একজন মন্দ বালিকা------- ই-কো সেদাংগদু মে (Me) সেংগমে,

(৬) কারক বিভাগে এক থেকে বহু বোঝাতে 'কো' (Ko)-র ব্যবহার, ।

বাংলা　　　　　　　　　　টোটো

একজন বাবা ---------- ই-কো আপা-কো (Ko)

অনেক বাবা বহু বোঝাতে--- লেডামু আপা কো (Ko)

একজন মেয়ে ------------ ই-কো চাইংনা কো (Ko)

অনেক মেয়ে ------------- লেডামু চাইংনা কো (Ko)

একজন ভালো মানুষ -------- ই-কো এন্যাকাইমি ডেংগা কো (Ko)

অনেক ভালো মানুষ -------- নিডামু এন্যাকাইমিডেংগা কো (Ko)

আবার 'প্রতি ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'আই' শব্দটি শেষে উচ্চারণ করে। যেমন:-

বাংলা　　　　　　　　　　টোটো

বাবার প্রতি ---------- ই-কো আপা-আই

বাবাদের প্রতি ---------- নিডামু আপা-আই

মেয়ের প্রতি ------------ ই-কো সেংগমে-আই

মেয়েদের প্রতি ---------- নিডামু সেংগমে-আই

'হইতে' বোঝাতে 'শো' (SHOW) শব্দটির ব্যবহার, --

বাংলা	টোটো
কন্যা হইতে -------	ই-কো সেংগৃমে-শো
কন্যাদের হইতে -----	লিডায়ু সেংগৃমে-শো
ভালো মানুষ হইতে --	ই-কো এনতাকাইমি-ডেংগা-শো
বাবা হইতে -------	ই-কো আপা-শো
বাবাদের হইতে -----	লিডায়ু আপা-শো

(চ) --- টোটোভাষায় সর্বনামের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন:-

একবচন		বহুবচন	
বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
আমি	কা	আমরা	কা-নিনা
আমার	কো, কং	আমাদের	ন-কো, ন-কা
আমাহইতে	কা-সো, কং-সো	আমাদের হইতে	কা-নিনা সো,
তুমি	ন-তি	তোমরা	ন-তি

একবচন

বহুবচন

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
তোমার	ন-কো	তোমাদের	ন-কো
তার	ইউ-কো, তু-কো	তাদের	ইউ বে-কো
তার মা	ইউ-কো আইয়ো,	তাদের মা	ইউ বে কো আইয়ো

(ছ) ক্রিয়াপদের পরে 'রো' (Ro) শব্দটির ব্যবহার, --

উত্তম পুরুষ,

বাংলা	টোটো
আমি যাই	কা হি-রো
আমি খাই	কা কার-কো
আমি দেখি	কা কংক্-রো
আমি দেই	কা পিক রো-গা

মধ্যম পুরুষ

বাংলা	টোটো
তুমি যাও	-------- ন-তি হারকো-পা
তুমি খাও	-------- ন-তি কা
তুমি দেখ	---------- ন-তি কাং গরো
তুমি দাও	--------- ন-তি পিক-না

প্রথম পুরুষ

বাংলা	টোটো
সে যায়	---------- এ কুরা-হি-রো
সে খায়	---------- এ কুরা কা
সে দেখে	---------- এ কুরা তিং-হি
সে দেয়	---------- এ কুরা পিকা-হি

(জ) টোটোভাষায় ক্রিয়াপদে 'গা' ('গ') শব্দটির ব্যবহার,---

উত্তম পুরুষ

বাংলা	টোটো
আমি যাব	--------- কা হেপুর-গা
আমি খাব	--------- কা কারো-গা

মধ্যম পুরুষ

বাংলা	টোটো
তুমি যাবে	--------- ন-তি হেপুর-গা
তুমি খাবে	--------- ন-তি কারো-গা

প্রথম পুরুষ

বাংলা	টোটো
সে যাবে	--------- এ-কুরা হেপুর-গা
সে খাবে	--------- এ-কুরা কারো-গা

(খ) ক্রিয়ার পুরুষ ত্রিবিধ । যেমন- উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ । টোটোভাষার কিছু উদাহরন এখানে তুলে ধরা হোলো, ----

উত্তম পুরুষ

বাংলা	টোটো
আমি	কা
আমাকে	কংগ্
আমরা	কা-নিনা
আমাদের	না-কা অথবা আইয়-বি
আমার	কো
আমার বাবা	কো-আপা

মধ্যম পুরুষ

বাংলা	টোটো
তুমি	ন-তি
তোমার	ন-কো
তোমার বাবা	ন-কো-আপা

প্রথম পুরুষ

বাংলা	টোটো
সে	নি-না, অথবা এ-পে, অথবা এ-কুরা
তাহার	ইউ-কো, অথবা তো-কু
তাহারা	দোতান-মুমি, অথবা দো-দংকুবে
তাহাদের	ইউ-বে-কো

তবে এটা ঠিক যে, বর্তমানে টোটোভাষার সংগে স্থানীয় বাংলা কথ্যভাষা মিশ্রনের ফলে এক সহজতর সমন্বয় দেখা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উভয়ভাষার মধ্যে ব্যাকরনগত অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাভাষায় একবচন প্রকাশের জন্য আলাদা কোনও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বহুবচন প্রকাশের জন্য শব্দের সংগে বিশেষ প্রত্যয় এবং -

বহুত্বনির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টোটোভাষায়ও একের বেশী অর্থাৎ বহুবচন প্রকাশের জন্য 'নেডায়ু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে একথা ঠিক যে, টোটোভাষার বাক্যগঠনে বাংলাভাষার প্রভাব দেখা যায়। বাংলাভাষার মতো সরলবাক্যে প্রথমে কর্তা, তারপর কর্ম এবং ক্রিয়াপদ থাকে। ভোট বা তিব্বতীয় ভাষার বাক্য গঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোলো এটি।

টোটোভাষায় বাক্যের অর্থ স্বরাঘাত ও সুরতরঙ্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোট-চীনাভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোলো ব্যাকরণগত পদ গঠনের অক্ষমতা। বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান বা বিন্যাস অনুসারে টোটোভাষার শব্দের ব্যাকরণমূল্য প্রকাশ পায়। এর ফলে ব্যাকরণজনিত অভাব টোটো কথ্যভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমনে জলপাই গুড়ি জেলা ভৌগোলিক পরিসরে প্রায় শতাধিক ভাষাভাষীর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। এর ফলে এই জেলার ভাষা অন্যান্য প্রত্যেক ভাষার মিশ্রনে প্রভাবিত প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্বভাষা তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাইরের জগতের সংগে যোগাযোগের প্রধান ভাষা বাংলা, হিন্দী, নেপালী, ইংরেজী।

আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভাষাভাষীর কিছু সম্প্রদায় বাংলাভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহন করেছে ।

জলপাই গুড়ি জেলার মাদারীহাট বিভাগে টোটোজনজাতির বাস । এরা পশ্চিমবঙ্গের তথা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত । ১৯৯১ এর মে|জুন মাস পর্যন্ত সমীক্ষায় প্রাপ্ত টোটোদের জনসংখ্যা মোট ১১০৮ । এর মধ্যে পুরুষ টোটো ৫৬১ জন এবং স্ত্রীলোক টোটো ৫২৭ জন । এই টোটোপাড়ায় টোটোরা ছাড়া কিছুসংখ্যক নেপালী, গারো, বিহারী, বাঙালী, মাড়োয়ারী বসবাস করে । টোটোরা ছোটবেলা থেকেই নেপালীদের সংগে মেলামেশার কারনে নেপালীভাষায় বেশী কথা বলে । তবে বর্তমানে বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে বলে তারা তাদের নিজেদের ধ্যান ধারনা, ভাবনাচিন্তা বাংলাভাষার মাধ্যমেই করছে । বাংলাভাষা এবং লিপিকেও তারা নিজেদের করে নিয়েছে ।

জলপাই গুড়ি জেলার কথ্যভাষার দুটি স্থানীয় ভাগ রয়েছে ।

যেমন:-

(ক) রাজবংশী সম্প্রদায় ব্যবহৃত বাংলাভাষা,

(খ) বাঙালী ও বরেন্দ্রী শ্রেনীর ব্যবহৃত বাংলাভাষা,

এই দুই বিভাগের জনগনই পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসবাস করছে। এদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর ভাষা আলাদা হলেও এরা নিজেদের সমাজের বাইরে জেলায় প্রচলিত মৌখিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

জর্জ গ্রীয়ারসন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষাকে 'রাজবংশী উপভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই রাজবংশী ভাষাকে 'কামরূপী উপভাষা' বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুকুমার সেন ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছেন। কিন্তু নির্মল কুমার দাস এই রাজবংশী ভাষাকে 'রাজবংশী' বা 'কামতা' নামকরন করা সমর্থনযোগ্য নয় বলে অভিমত দিয়েছেন।

টোটোদের ভাষার সংগে জেলার অন্য ভাষার মিল নেই। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই টোটোভাষার মধ্যে জলপাই গুড়ি জেলার চলিত মৌখিক বাংলাভাষার প্রভাব রয়েছে। টোটোপাড়ার চারপাশে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বাস হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে টোটো ছেলেমেয়েরা বাংলা কথ্যভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করছে বলে বাংলা কথ্যভাষার সংগেই বেশী পরিচিত। ফলে তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মধ্যে এর প্রভাব প্রতিফলিত।

১৯৫১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে জলপাই গুড়ি জেলায় একশত একান্ন টি ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তথ্য অনুযায়ী,

ক) ১৯৭১ সালের জনগননায় ভারতীয় আর্যভাষার পরিবারভুক্ত ভাষার মোট কথ্যভাষার সংখ্যা পাওয়া যায় ১০৫৪,২৫৫।

খ) এ জেলায় বহিরাগত ভাষাভাষী ৪৩৯,২৫৬। হিসাব করলে দেখা যায় যে, জলপাই গুড়ি জেলার স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট ৬১৪,৯৯১।

গ) রাজবংশী কথ্যভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে ৫৮.৩৩ শতাংশ।

ঘ) ১৯৬১ সালের জনগননা অনুযায়ী জানা যায় যে, জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ৬৫.১৬ শতাংশের বেশীরভাগ বসবাসকারীই রাজবংশী ভাষাভাষী।

ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাসকারী মেচ, রাভা প্রভৃতি তিব্বতবর্মী ভাষার বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, এই ভাষাগুলি সুর প্রধান। সুরের উত্থান পতনে শব্দ ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। ফারগুসন এবং মুনীর চৌধুরীর মত অনুযায়ী বলা যায় যে, শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা না থাকলেও বাক্যে -

এর প্রভাব আছে। আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয় নিয়ে তাঁর মতামতে বলেছেন,

'Pitch of voice is not a significant element of speech in Bengali'

বাংলাভাষার সুরতরঙ্গের সূত্রবদ্ধ রূপ দিয়েছেন চার্লস এ, ফারগুসন এবং সুনীল চৌধুরী। প্রাধান্য তথ্য হিসেবে এখানে কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করে দেখানো হল। সুরতরঙ্গের মূল প্রকারভেদ এইরকম, ----

ক) ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী ——↘
(High falling or Fade)

খ) নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী বা আরোহী ——↗
(Low rising or Rise)

গ) সমান্তরাল ——→
(Level / Sustained)

বিশেষজ্ঞদের মতে তিব্বতী বা ভোটবর্মী ভাষায় সুরের উত্থান পতন দেখানো হয়েছে এইভাবে, ---

ক) দ্রুত অবরোহী (Steep falling) ——⇘
খ) সাধারন অবরোহী (High falling) ——↘
গ) দ্রুত আরোহী (Steep Rise) ——⇗

ঘ) সাধারন আরোহী (Low Rise) ═ ↗

ঙ) সমান্তরাল (Level) ═ →

ক) সাধারন বিবৃতিমূলক বাক্যে উর্ধ থেকে নিম্নগামী কিছু স্বরতরঙ্গের নমুনা এখানে তুলে ধরা হোলো, -----

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
১) তুমি ভাত খাও	তুই ভাত্ খা	ন- তি আমাচাকোগা
২) তুমি টাকা নাও	তুই টাকা নে	ন- তি তংকা পা
৩) তুমি হাটে যাও	তুই হাটত্ যা	ন- তি হাটিগা হাম্বি

(খ) আজ্ঞাসূচক বাক্য:-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
(১) তুমি পুরোহিতের কথা মানবে,	তুই ব্রাহ্মনের কথা মানিবু,	ন- তি মেমাং লুইম্বি কো জাংওয়া হিংমিবে
(২) তুমি এখানে বস,	তুই এইটে বইস্,	ন- তি ইতা লেইগা

(গ) প্রশ্নসূচক বাক্য :-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
(১) তুমি রান্না করতে জানো ?	তুই রান্ধিবার জানিস্ ?	না-তি লেইগাকো গেমগা ?
(২) তোমাদের এখানে হাসপাতাল আছে ?	তোমার ঐটে হাসপাতাল আছে ?	না-তি বিকো - আস্পাতাল নি-না ?

(ঘ) অনুরোধসূচক বাক্য :-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
(১) তোমার কথা বলো,	তোর কথা ক,	না-কো নুয়ং জাং
(২) তোমার বাড়ী যাবো,	তোর বাড়ী যাইমু,	না-কো সাতা হারো

(ঙ) প্রার্থনাসূচক বাক্য:-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
১) ওদের পেয়ারা দাও,	উয়াক্ সুপুরী দে,	উ বিকো তাংপ্রোসে-পিচো
২) আমাদের বাড়ীতে থাকো,	হামার্ বাড়ীত্ থাকো,	কেয়োংসা-তাংইয়ুং

(চ) দ্বিধা, সংশয়বাচক বাক্য:-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
১) তুমি হয়তো জানোনা,	তুই হয়তো জানিস্না,	ন-তি মেগেমি
২) তুমি কি রান্না করতে পারবে	তুই কি রান্ধিবার পাবু,	ন-তি লেইগাকো-গেমগানি,
৩) আমি জানিনা, সে হয়তো মারা গেছে,	মুই জানংনা, উঁয়ায় হয়তো মরি গেইছে,	কা মেগেমি, মো-কু সিগমেবি,

এখানে উল্লেখ করবার বিষয় এই যে, বাংলা কথ্যভাষায় প্রতিটি অক্ষরে স্বরাঘাত থাকে না । কিন্তু টোটো কথ্যভাষায় প্রত্যেকটি অক্ষরে এবং শব্দে স্বরাঘাত থাকে । যেমন:-

বাংলা		টোটো
১) বাজার থেকে মুরগী নিয়ে এসো,	——	হাঢ়ুতি সো কেকা চৌইপা
২) আমরা একসংগে থাকি	——	কাবি একসাঢ়েতা ইয়ুংখি
৩) আকাশে অনেক তারা	——	ডিংবাতা উইসে পুইমা,

জলপাই গুড়ি জেলায় 'তি', 'ডি' যুক্ত অনেক নদী ও বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় । তাত্ত্বিকদের মতে একে ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । কারন, ভোট-বর্মী ভাষায় এই 'তি' ও 'ডি' শব্দদুটির অর্থ 'জল' ও 'নদী' । টোটো কথ্যভাষায় 'তি' শব্দটি 'নদী' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । টোটোপাড়ার নদীগুলি এবং ঝোরাগুলি 'দীপ্-তি', চুয়া-তি, 'নোংপাঙ্-তি', 'মেরেম্-তি' ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর 'নিয়্তি', জয়ন্তী, 'ত্রান্তি' উচ্চারনে টোটোপাড়ার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল বা এলাকা পরিচিত ।

রাজবংশী ভাষায় উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, অথবা অভিপ্রায়মূলক বাক্যে বক্তার ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী বোলাদা বোলাদা শব্দের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। এর ফলে টোটো কথ্যভাষার মতো বাক্যের বিভিন্নস্থানে শ্বাসাঘাত পড়বার কারনে বাক্যের অর্থের সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন:-,

(ক) মরং আর বাঁচং মুই যাইম্।
(মরি আর বাঁচি) (আমি যাবই)

- এই কথাটির কর্তা অর্থাৎ 'মুই' শব্দটি নিজে মরুক আর বাঁচুক, সে যাবেই।

(খ) ভাল্ হউক আর বৈয়া হউক, আজি মুই রান্ধিম্।--- এখানে কর্তা নিজে রাঁধবে, অন্য কেউ নয়। রান্না না জানলেও এবং রান্না খারাপ হলেও সে নিজেই রান্না করবে।

আবার টোটোদের বৌথিক ও কথ্যভাষায় যা লক্ষনীয় তা হোলো, 'সাধনা জেরং কইমি' (সাধনা বিকেলে বেড়ায়) এই বাক্যটির প্রথম শব্দটিতে বোঝায় যে'সাধনা' বেড়াতে যায়, সাধনার সংগে অন্য কেউ যায়না।

দ্বিতীয় শব্দ 'বেরং'-এর উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে। এতে অর্থ দাঁড়ায় যে, সাধনা বিকেলেই বেড়াতে যায়, সকালে বা অন্যসময়ে বেড়াতে যায় না।

তৃতীয় শব্দ 'কইমি'-তে বোঝায় সাধনা বেড়াতে যায়, কোথাও থাকতে যায় না।

তবে রাজবংশী কথ্যভাষার সংগে টোটোদের মৌখিক ও কথ্যভাষার মিল সাধারনভাবে উচ্চারনগত। অর্থাৎ মৌখিক বাক্যটি বক্তার ইচ্ছা অনুযায়ী বক্তব্যের ফলে প্রত্যেকটি শব্দের উপর যে, শ্বাসাঘাত পড়ে তাতে বাক্যের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা পড়ে। তবে একথা বলা যায় যে, রাজবংশী কথ্যভাষা এবং টোটো কথ্যভাষায় শব্দগত কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের চলিত মৌখিক কথ্যভাষার সংগে টোটোদের কথ্য এবং মৌখিক ভাষার কিছুটা ধ্বনিগত মিল লক্ষ্য করা যায়। এই ধ্বনিগত মিল প্রসঙ্গে এটাই বলা যায় যে, টোটোদের মৌখিক কথ্যভাষাতে বাংলাভাষার কিছু প্রভাব পড়েছে বলেই এটি হয়েছে। ব্লুমফিল্ড

এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "কোনও জেলা সম্বন্ধেই এ বিষয়ে প্রশ্নের অবতারনা অপ্রাসঙ্গিক। প্রত্যেক গ্রাম বা অঞ্চলে আঞ্চলিক আলাদা আলাদা কথ্য ও যৌথিক উচ্চারিত ভাষা রয়েছে।"

টোটোপাড়ার কোনও রাজবংশী ভাষাভাষী লোক বসবাস করেনা। টোটোরা বিভিন্ন প্রয়োজনে টোটোপাড়ার বাইরে আসে। রাজবংশী ভাষাভাষী মানুষদের সংগে পরিচিত হয়। কিন্তু টোটো যৌথিক ভাষায় এখনো পর্যন্ত রাজবংশী ভাষার প্রভাব পড়েনি বলেই লক্ষ্য করা গেছে। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, টোটোপাড়ায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষীদের আচার আচরন, নামকরন, আতিথেয়তা, পোশাক ইত্যাদি টোটোদের আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে টোটোরা অনেক বাংলা শব্দকে তাদের নিজেদের যৌথিক কথ্যভাষাতে যোগ করে নিয়েছে। তাছাড়া টোটোরা বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখা পড়া শিখছে বলে টোটোদের যৌথিক ভাষাতে বাংলাভাষার প্রভাব খুব ভালোভাবেই পড়েছে।

টোটোদের যৌথিক ভাষায় বাংলা স্বরবর্ন বা স্বরধ্বনির মতো ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়নি। টোটো যৌথিক ভাষার

বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রয়োজনবোধে শব্দের শুরুতে 'ও' অক্ষরটি প্রচলিত । কিন্তু বাংলাভাষায় শব্দের শুরুতে সাধারনত:' ও' অক্ষরটি বসেনা । আবার বাংলা ব্যঞ্জনবর্নের'থ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঞ', 'ঠ', 'ঢ', 'ন', 'য', 'ধ', 'ফ', 'ভ', 'শ', 'ষ'-- এই বর্নগুলির ব্যবহার টোটোদের মৌখিক ভাষাতে পাওয়া যায় না । টোটোদের মৌখিক ভাষায় মৌলিক শব্দে 'হ' ছাড়া অন্য কোনও মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না ।

টোটোদের নিজস্ব মৌখিক ভাষা থাকলেও তাদের নিজস্ব কোনও অক্ষর বা লিপি নেই । বাংলাভাষার মাধ্যমে তারা লেখাপড়া শিখছে । ফলে তাদের নামকরণ, লেখাপড়ার কাজ সবকিছুই বাংলা অক্ষরে হয়ে চলছে । আন্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার চেয়ে নেপালীভাষার বেশী প্রভাব টোটো মৌখিক ভাষাতে । টোটোপাড়া অন্চলে অন্যান্যদের তুলনায় নেপালীরা সংখ্যায় বেশী বলে টোটোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকগুলো নেপালীদের দ্বারা প্রভাবিত । তবে জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অন্চলের সংগে যোগাযোগ হওয়ার ফলে এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখবার ফলে জেলার প্রচলিত মৌখিক বাংলাভাষা

ভাষাগত দিক থেকে টোটোদের বেশী প্রভাবিত করছে। তবে বাংলাভাষায় কথা বললেও এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, টোটোদের মৌখিক ভাষায় গৃহীত বাংলা ভাষার উচ্চারনে তাদের নিজস্ব উচ্চারনগত বৈশিষ্ট্যে অনেক পার্থক্য ধরা পড়ে। এখানে বাংলা ও টোটো মৌখিক উচ্চারনগত কিছু শব্দ লিপিবদ্ধ করা হোলো,-

বাংলা	টোটো
আমি	কা
আমার	কুং
আমাদের	কাপুকো
তুমি	ন-তি
তোমার	ন-কো
তোমাদের	ন-তি বিকো
ওরা	ঔ-বি
ওদের	ঔ-বিকো
মা	আই-য়ো

বাংলা	টোটো
বাবা	আপা
দাদা	ডুয়া
দিদি	আনা
পুরুষ	পজা
স্ত্রীলোক	মেমে
বউ	মায়ুং
ছেলে	এদেয়া
মেয়ে	চাইংনা

বাঙালী ও বরেন্দ্রী সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যার দিক থেকে বেশী না হলেও বেতার, শিক্ষা, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি জনগনের যোগাযোগ মাধ্যমগুলি বাংলা ভাষার স্বপক্ষে স্থিতি ও বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলেছে। এমনকি রাজবংশী কথ্য বাংলাভাষা চলিত মৌখিক বাংলাভাষায় প্রভাবিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক ভাষা এর ফলে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। তবে এটাও ঠিক যে, জলপাই গুড়ি জেলার অন্যান্য ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন জীবিকার কারণে অন্য অনেক ভাষা শিখতে হয়েছে। টোটোদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম এবং

তাদের অনগ্রসরতার দরুন টোটোরা বর্তমানে বাংলাভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। বাংলাভাষা, সমাজ, সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে থাকবার ফলে টোটোরাও তাদের শিশুদের নামকরন করছে বাংলা ভাষাভাষীর নামকরন অনুকরনে। যেমন, পুরুষদের বেলায় 'বকুল', 'রবি', 'বিমল', 'দিলীপ', 'সঞ্জীব', 'শচীন', এবং মেয়েদের বিভাগে 'গৌরী', 'সাধনা', 'বানী', 'সূচনা', ইত্যাদি ধরনের নামকরনে।

টোটো যুব সমাজ বর্তমানে নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজজীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। ধনীরাম টোটো, ভক্তরাম টোটো, বিমল টোটো, মুক্তারাম টোটো প্রমুখ সচেতন টোটো পুরুষদের নেতৃত্বে 'টোটো যুব সমিতি', 'পোইকিংগোওয়া' যুব সমিতি গড়ে উঠেছে। যে কোনও সভা সমিতিতে এরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা, মত বিনিময় ইত্যাদি নিজেদের টোটো মৌখিক ভাষায় করে থাকে। কিন্তু তাদের মতামতগুলি, সিদ্ধান্ত। তারা কাগজে লিপিবদ্ধ করে বাংলা বর্ন এবং ভাষায়। টোটোদের মধ্যে বর্তমানে সভ্যতার আলো প্রবেশ করে তাদের সভ্যজগতের উপযুক্ত করে তুলছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে ধীরে ধীরে তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিও হারিয়ে ফেলছে।

টোটোদের মৌখিক ভাষার নির্দিষ্ট কোনও ব্যাকরন নেই। তবে পদবিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাভাষার মতো টোটো মৌখিকভাষার বাক্যগঠনেও বাক্যের মূল অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন,--

বাংলা		টোটো	
উদ্দেশ্য	বিধেয়	উদ্দেশ্য	বিধেয়
(১) গাছে	সুপারী হয়েছে,	সেংতেংতো	গোয়াই উইসেনিবা
(২) তুমি	কম্বলটা নিয়ে এলে	ন-তি	পুরকোন্তুসা
(৩) তুমি	কেমন আছ ?	ন-তি	হাপানিংপা ?
(৪) রানীর	নতুনের হাতঘড়িটা	[illegible]	আলুং এনতাপা

আবার উদ্দেশ্যের প্রসারক যেমন উদ্দেশ্যের আগে বসে, বিধেয়-র প্রসারক তেমনি বিধেয়-র পূর্বে বসে। যেমন,--

বাংলা	টোটো
১) আমি|একখানি বই কিনলাম--	আ|ইতো য়িপা তোইপিকোতে
২) আমরা|কান দিয়ে শুনি ---	ফিনিয়া|হাযুনো দিংনি

বাংলা	টোটো
৩) এটি|আমাদের বাড়ী ---	ই|কে-য়োং সা
৪) মিচুয়া টোটো|রান্না করছে ---	মিচুয়া টোটো |লেইওয়াবি

টোটোভাষাকে স্বরনির্ভর ভাষা বলা যায় । কারন, এ ভাষার প্রত্যেকটি অক্ষরের স্বরাঘাত শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রন করে । এই একাক্ষরী (Monosyllabic) ভোটবর্মী ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, স্বরাঘাতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে ।

বাংলা স্বরধ্বনির সব ধ্বনিগুলি টোটোভাষায় পাওয়া যায় না । মোট পাঁচটি স্বরধ্বনি টোটোভাষায় পাওয়া গেলেও সেগুলির স্বর দীর্ঘ নয় । স্বরধ্বনিগুলি হোলো,

বাংলা	টোটো	ইংরাজী
অ	অৗ	A
আ	আ	Aw
ই	ই	i
উ	উ	u
এ	এ	E
ও	ও	Oh

টোটো কথ্যভাষায় স্বরবর্ন উচ্চারনে জিহ্বার অবস্থান 'অ' ক্ষেত্রে স্বাভাবিক । যেমন, 'ভাবেশো'। আবার 'আ' নিম্নধ্বনির ক্ষেত্রে 'আং-দুং,' জামাকাপড় অর্থে ব্যবহৃত । 'আ' প্রসারিত ধ্বনি, যেমন, 'আমা,' ভাত অর্থে । 'আ' বিকৃত ধ্বনি, যেমন 'আঁনা' ভগ্নী অর্থে ।

টোটোরা স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারনের সময় উচ্চারন ভঙ্গিমা অনুযায়ী কখনো মৌখিক আবার কখনো বা নাসিক্য ধ্বনি হিসেবে উচ্চারন করে । লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই ধ্বনিগুলির মধ্যে বৈষম্য নেই । তবে অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলিব্যবহৃত হলেও শব্দের সবজায়গায় (স্বরধ্বনিগুলি, [নির্দিষ্টভাবে] ব্যবহৃত হলেও শব্দের সবজায়গায়) ব্যবহৃত হয় না । কিন্তু মৌখিক ধ্বনি শব্দের আগে মধ্যে বা পরে যে কোনও স্থানে ব্যবহৃত হয় ।